ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৩৫৩

আগরতলা,২৫ ফেব্রুয়ারি,২০২৬

ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা- বিজনেস মিট ২০২৬ শীর্ষক বিনিয়োগকারীদের রোড শো নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত

ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর গতকাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (FICCI)-এর সহযোগিতায় ফেডারেশন হাউস, নয়াদিল্লিতে ‘ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা- বিজনেস মিট ২০২৬’ শীর্ষক বিনিয়োগকারীদের রোড শো সফলভাবে আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী, নীতিনির্ধারক এবং কূটনৈতিক মহলের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

এই রোড শোটি চলতি বছরের শেষের দিকে আগরতলায় অনুষ্ঠিতব্য ‘ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা: বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬’-এর পূর্বসূচনা হিসেবে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার ক্রমবিকাশমান শিল্প পরিকাঠামো, চলমান অবকাঠামো উন্নয়ন উদ্যোগ এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়। রাজ্য সরকার ও শিল্প প্রতিনিধিদের মধ্যে অর্থবহ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যা ত্রিপুরাকে একটি উদীয়মান বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়েছে।

ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিনিয়োগের বহুমুখী সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজতর করা এবং রাজ্যে ‘Ease of Doing Business’ পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করতে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। রাজ্য সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন নীতি উদ্যোগ, খাতভিত্তিক প্রণোদনা এবং বিনিয়োগ সহায়তা ব্যবস্থার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে পরিষেবা খাতভিত্তিক শিল্প এবং বিনিয়োগবান্ধব নীতির ওপর সরকারের বিশেষ গুরুত্বের কথা তুলে ধরে ব্যবসায়ী মহলকে দক্ষ মানবসম্পদ, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পর্যটন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাবার সহ বিভিন্ন সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

২-এর পাতায়

তিনি রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের সুযোগের কথাও উল্লেখ করেন। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পরিচালক ড. দীপক কুমার ত্রিপুরার বিপুল সম্ভাবনার ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

জিন্দাল অ্যাডভাইজরি সার্ভিসের ভাইস চেয়ারম্যান ভি. আর. শর্মা ত্রিপুরায় বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে জানান যে, তাঁর সংস্থা ইতিমধ্যে ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট ২,০০০ কোটিরও বেশি টাকার সমঝোতা স্মারক এবং লেটার অব ইনটেন্ট স্বাক্ষরিত হয়।

সন্ধ্যায় একটি বিশেষ 'অ্যাম্বাসেডর ও হাইকমিশনার ইন্টারঅ্যাক্টিভ মিট' অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কূটনৈতিক মহল এবং দ্বিপাক্ষিক চেম্বার ও বাণিজ্য সংস্থার ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী দেশ ও সংস্থার মধ্যে ছিল বুলগেরিয়া, লুক্সেমবার্গ, অস্ট্রিয়া, ইতালি, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর ও নাইজেরিয়ার দূতাবাসের প্রতিনিধি, পাশাপাশি ইউ.এস.-ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিল, ইন্দো-জাপান চেম্বার অব কমার্স, ইন্দো-ভিয়েতনাম চেম্বার অব কমার্স এবং ইন্দো-স্প্যানিশ চেম্বার অব কমার্স।

আলোচনায় ত্রিপুরার সঙ্গে বহুমুখী ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আগ্রহ প্রতিফলিত হয়। কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও চেম্বারসমূহ কৃষিভিত্তিক শিল্প সম্প্রসারণ, বাঁশ ও রাবার মূল্যশৃঙ্খল, তথ্যপ্রযুক্তি ও ডেটা সেন্টার, সাইবার সিকিউরিটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কৃষি, নবায়নযোগ্য শক্তি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন, পর্যটন (ইকো, ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক ও আঞ্চলিক পর্যটন), এম.এস.এম.ই. অংশীদারিত্ব, স্টার্টআপ, দক্ষতা উন্নয়ন ও মানবসম্পদ সহযোগিতার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেন। একাধিক প্রতিনিধিদল প্রাতিষ্ঠানিক সমঝোতা, প্রযুক্তি স্থানান্তর, একাডেমিক সহযোগিতা এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধি বিনিময়ের প্রস্তাব দেন এবং ত্রিপুরাকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

এই পারস্পরিক আলোচনাগুলি ত্রিপুরার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ এবং বৈশ্বিক সংযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দৃঢ় আস্থার প্রতিফলন ঘটায়। আলোচনা মূলত আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জোরদার, বাণিজ্যিক সংযোগ বৃদ্ধি এবং ত্রিপুরার সঙ্গে নতুন বিনিয়োগ ও সহযোগিতার সুযোগ অনুসন্ধানের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****